তা 29 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

বকশীগঞ্জে ইউএনওর গাফিলতি

আনন্দ স্কুলের ৬৫৮ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা ফেরত যাচ্ছে

■ বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

বকশীগঞ্জে ইউএনওর গাফিলতির কারণে ৬১টি আনন্দ স্কুলের ৬৫৮ দরিদ্র শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা পায়নি। ফলে চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন বিতরণের শেষ সময় হলেও ইউএনও সুব্রত পাল বদলিজনিত কারণে কর্মস্থলে না থাকায় শিক্ষার্থীদের নামে বরাদ্দকৃত উপবৃত্তির ১৩ লাখ ১৬ হাজার টাকা রস্ক প্রকল্পের কোষাগারে ফেরত যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প-২-এর আওতায় ঝরে পড়া হতদরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করতে ২০০৯ সালে বকশীগঞ্জে আনন্দ স্কুল চালু হয় এবং ২০১৪ সালে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়। ২০১৪ সালে উপজেলার ৬১টি আনন্দ স্কুলের ৬৫৮ শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়। এ কারণে রস্ক প্রকল্প থেকে আনন্দ স্কুলের সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতি ছাত্রের নামে দুই হাজার করে উপবৃত্তির মোট ১৩ লাখ ১৬ হাজার টাকা প্রায় চার মাস আগে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দ পাওয়ার পর টাকা বিতরণের বিষয়ে নানা দরকষাকষি চলতে থাকে। বনিবনা না হওয়ায় ইউএনও সুব্রত পাল চার মাসেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করেননি। অন্যদিকে ২০ জুন থেকেই সুব্রত পাল কাগজে-কলমে উপজেলা থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবে তিনি ২৫ জুন পর্যন্ত ইউএনও হিসেবে আগের তারিখ দিয়ে বিভিন্ন ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি কারও কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। ফলে প্রশাসনিক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিন জানান, ইউএনওর স্বাক্ষর ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে টাকা বিতরণের সুযোগ নেই। ৩০ জুনের মধ্যে বিতরণ করা না হলে উপবৃত্তির টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ফেরত যাবে।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ না থাকলেও ইউএনও সুব্রত পাল জানান, যথাসময়ে টাকা বিতরণ করা হবে। জেলা প্রশাসক মো. শাহাবুদ্দিন খান জানান, উপবৃত্তির টাকা বিতরণ না করার বিষয়টি দুঃখজনক।